সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস

সাঈদা ফেরদৌসী মিমি



প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস
সাঈদা ফেরদৌসী মিমি



কবি পরিচিতি:

সাঈদা ফেরদৌসী মিমি।জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। ছাত্রজীবনে লেখালেখির সূচনা। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে, ইত্তেফাক সাময়িকীতে। কাব্যগ্রন্থ: সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস প্রকাশিত হয় ২০০৮ এর বইমেলায়। প্রকাশক: শ্রাবণ প্রকাশনী। প্রায় আটবছর পর আবার লেখালেখিতে ফিরেছেন।

উৎসর্গঃ
তাকে আমি শুদ্ধ বলি,
তীরন্দাজ; হরিৎ চাঁদোয়া।

কবিভাবনা:
বরিশালের, আমার অথচ আমার নয় দিনগুলি রয়েছে এখানে। পনের থেকে সাতাশ বছর বয়সের লেখা রেখেছি। কোন অংশের লেখায় পুনরায় কলম চালাইনি। থাক না অমন, সব বয়স ছুঁয়েই তো আজকের আমি।



সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস
কবিতার ইবুক

গ্রন্থস্বত্ব
সাঈদা ফেরদৌসী মিমি

ই-বুক প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

পাঁচালি ১	৬	নদীর রহস্য তুমি লক্ষীন্দর	১৯
বর্তমান	৭	এখন খুঁজি নির্জনবাস	২০
পাঁচালি ২	৮	পাঁচালি ৫	২১
অর্ন্তগত ১	৯	প্রজাপতি, ক্ষমা করো	২২
পাঁচালি ৩	১০	অপেক্ষায় বুটিক আসমান	২৩
ইষ্টমন্ত্র	১১	চিন্তার বুদবুদ ২	২৪
এইসব দিন আর এইসব রাত	১২	ডুবসাঁতার	২৫
পাঁচালি ৪	১৩	পাঁচালি ৬	২৬
চিন্তার বুদবুদ ১	১৪	সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস	২৭
সংহারী স্বপ্ন	১৫	পাঁচালি ৭	২৮
কৈশোরক অস্থিরতা	১৬	চিন্তার বুদবুদ ৩	২৯
বৃষ্টি	১৭	সময়ের একরোখা সৌরভ	৩০
প্রেম	১৮	পাঁচালি ৮	৩১

পাঁচালি ১

#১
পাতাঝরা ঘুঙরু বিকেল
পাঁজর ঢেকেছে শণক্ষেত
ইছামতী,
তোমাকে দিলাম আমি নির্ভীক শৈশব।

#২
অনিন্দ্য শহর ছোঁয়া
আকাশ- কীর্তনখোলা
বাসনার প্রেত। অপয়া নিভৃতে
পাণ্ডুলিপি,
ন্যাপথলিনে, রঙচটা।

বর্তমান

কিন্নরী মাৎসর্যে ফাঁসুড়ে সন্ধ্যা,
হিমোগ্লোবিনে
এককোটা গ্রীষ্ম।
লিকলিকে আলোর শুঁড়িখানায়
প্রতিপদ জ্যোসনা ভাঙ্গা ঘুম ঘুম
ভূখা জীবন।
স্যাটেলাইট গতিবেগ,
পদ্যক্ষুধায় নাস্তি;
সুখের অলখে এক লম্বা অব্যয়।

পাঁচালি ২

#৩
অস্থির মেঘের নাও তোলপাড় করে
ভাদ্রের আকাশ, ছিটেফোটা রোদ নামে
অশথের ডালে; ঈশ্বরের ক্যানভাসে
অচেনা দিনের ক্রান্তিকাল।

#৪
উল্লম্ব দিনমান, অকপট
খোলা নোটবুক, বাদামী
স্মৃতির রস- খলিসা নাচন।
তীর্যক সূর্যঘড়ি লক্ষণশেল,
কেজিপ্রতি কান্নার অগ্নিমূল্য!
শতকে...।

অর্ন্তগত ১

আমার ছিলো কৃষ্ণচূড়া
ভাদর মাসের শান্ত নদী,
দিক হারানোর ডিঙ্গি ছিলো
কেবল মাঝির মন ছিলো না।

আমার ছিলো শারদ আকাশ
কোজাগরের নিটোল রাত্রি,
কাশফোটানো সন্ধ্যা ছিলো
চোখের যুগল চোখ ছিলো না।

বৈশাখী ঝড় কদম ডালে
রাধার দুখে দীপ জ্বেলেছি,
নীলাম্বরী ধূলায় লুটায়;
মোহন বাঁশীর সুর বেসুরো।

শ্রাবণ তিথির বৃষ্টি নিনাদ-
টিনের চালায় নিঃস্ব প্রেমিক,
নকশী কাঁথায় স্বপ্ন বোনার
সূঁচ হারালো ঈর্ষাঝড়ে।

পাঁচালি ৩

#৫
মেঘের মরণ হলে
ফিসফাস রোদঝরা দিন,
হারানো পংক্তিগুলো কাঁদবে জেনেও
আমি, ভালোবেসে ভুলে থাকি
না পাওয়ার শোক।

#৬
চেতনার আগুনে করি স্নান
রণক্ষেত্রে পড়ে থাক ক্রোধ,
খাঁটি হবো পুড়ে তিলতিল
জন্মের ঋণ করে শোধ।

ইষ্টমন্ত্র

‘নিশির বাগানে কেউ জ্বেলে দেবে
সাতলক্ষ ঘিয়ের প্রদীপ’ (সে বলেছিলো,
চতুর জ্যোতিষের মতন চন্দ্রাহত মূর্চ্ছনায়)
‘বাজ্ময় হবে কোজাগর, তুমি সুখি হবে’
যেন চিরে যায় বুক
ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে, দীর্ঘশ্বাসে!
কেন সে বলেছিলো
রহস্যের ক্ষীণ ইষ্টমন্ত্র?
অসফল বিকলাঙ্গ বেলায়!

এইসব দিন আর এইসব রাত

এ আমার ফানুস ওড়ানো সন্ধ্যা,
আমার দুঃখের ভাঙ্গনশীল নদী।

কাউকে বলিনি
কিরকম বেঁচে আছি!
প্রকৃতির সহজ স্ট্যাটিকটিস,
জল ও অগ্নির রসায়ণ!
প্রোটোপ্লাজমে বায়বীয় স্বপ্ন;
নিউট্রন প্রোটন তৃষ্ণায়
দুইযুগের আদিম শরীর,
লোকলজ্জা ভুলে অমাবশ্যায়
শীৎকার, সব গ্রাস করে
রক্তের হিমোগ্লোবিন।

এ আমার ফানুস ওড়ানো রাত্রি,
আমার দুঃখের বরফজমা নদী।

পাঁচালি ৪

#৭
ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মতন লক্ষ্যহীন
যোজন দুর পার হয়ে দেখলাম,
দাঁড়িয়ে আছি অতীত ঘৃনার মুখোমুখি।

#৮
দূরাগত সংকেত-
বায়বীয় বিন্যাসে ঐশ্বরিক দিনগুলি
লাল ও ধূসর।
কুঞ্চিত স্পন্দন,
কফিনে সময়;
শূন্যতায় ডেবিট ক্রেডিট।

চিন্তার বুদবুদ ১

অচেনা ভাদ্রের রাত
ক্ষয়ে ক্ষয়ে
দিগন্তের কূহক উদ্ভাস।
ক্লান্ত প্রশ্বাসে মেশে
জারজের দিকভ্রষ্ট পণ!
চৈতন্যে নষ্ট ক্ষুধা
ফেরারী লুব্ধক,
বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত
ভ্রূণের নিগূঢ় আয়োজন।

সংহারী স্বপ্ন

স্বপ্ন সংহারী হোক,
অবিন্যস্ত আকাশে স্বল্পায়ু সন্ধ্যা;
মগজে রক্তগোলাপ।
শ্মশাণে কি জীবনের চিহ্ন থাকে?
স্পন্দন কোন আকাংঙ্ক্ষার!
কুমারী শব্দেরা প্রদোষে হারায়,
খননের কালরাত্রি
পরিশ্রান্ত ভোর-
শূন্যতায় লুকোচুরি
স্মৃতির ভীমরুল,
ব্যাধিগ্রস্থ সূর্যোদয়
কর্পূর বাতাস,
ভোকাট্টা লালঘুড়ি
পাথর সময়।

কৈশোরক অস্থিরতা

এক বৈশাখের ক্রান্তিকাল,
কৃষ্ণচূড়া ফোটা মধ্যদুপুর,
থমকে থাকা সুন্দরের সাথে
মন বেঁধেছিলো কৈশোর।

ইলশে রঙা নদীর জলে
ডিঙ্গি নাওয়ের তরুণ মাঝি
শব্দ তুলে বৈঠা ফ্যালে,
কততো দুরে মাঝির নিবাস?

স্বপ্ন ছোঁয়া কৈশোর আমার
উথাল পাথাল, ঝড়ের মতন
নদী, তুমি বলতে পারো
বুকে আমার কিসের নাচন!

বাঁক ঘুরছে ছোট্ট ডিঙ্গি
ধু- ধু সীমায় অচিন বৃক্ষ,
কৃষ্ণচূড়ার স্তবক ঝরে
আমার কেন ভাল্লাগেনা?

বৃষ্টি

নওটংকী রোদ ছিলো
মেহগনি আলেডালে, হরিৎ
পাতায় পাতায় স্বেদ; নৈঋত
ঈশান কোণে
রংবদলের খেলা
শ্রাবণী আস্তরে ভিড়ে
ঈভের পবন নাও,
আধভেজা কামিজের ছোপছাপ
উড়ে যায়; তপ্ত টিনের চালে
নেমে আসে দেবদূত।

প্রেম

ছুঁয়ে দ্যাখো
আঙুলে তৃষ্ণার স্বেদ,
রংচটা পালে বাতাসের প্রতিবিম্ব।
তুমি কি বেঁধেছো গান?
ছুঁয়ে দ্যখো
কাঁজল শ্রাবণী চোখ,
ঢেউ ভাঙ্গে কীর্তনখোলা;
চেনাসুর
তবুও অচেনা।
ছুঁয়ে দ্যাখো
না হয় স্বপ্নে শুধু
আমার বাগান!

আমরা দু'জনে একা
ভুল করে ভুলে যাই
শুধু একদিন?
শুধু একদিন
ভুলে যাই ভুল করে
সীমাবদ্ধতা।

নদীর রহস্য তুমি লক্ষীন্দর

তোমার দীঘল চোখে
আমার শৈশবের নদী, যেমন
যৌবনে তুমি নদীর রহস্য-
আমার সোহাগী লজ্জায়
মসলিনের কারুকাজ।

তোমার চোখের দরোজায়
আমার যৌবনের নদী, যেমন
সহজ ছিলো বালকবেলা আমাদের!
অবাধ ডুবসাঁতার, মাদকতাহীন
স্পর্শময় দিন, সব তুলে দিয়েছি
লক্ষীন্দরের ভেলায়।

নদীর রহস্য আজও বোঝা হলোনা,
যেমন বুঝিনি তোমাকে কোনদিন।

এখন খুঁজি নির্জনবাস

এখন আমি চিহ্ন খুঁজি
পথ হারানোর পথের বাঁকে,
মন পড়ে নেই মনের সীমায়!
চারণ কবির সন্ধিবিলাস,
দ্বীপান্তরের হরিণ জীবন-
এক বাউলের সুর পৃথিবী:
এখন খুঁজি নির্জনবাস,
বন্য সবুজ
একটা আকাশ।

পাঁচালি ৫

#৯
আমি কোন হর্ষ নই
নান্দনিক প্রেমের উপমা!
বায়বীয় দুঃখবোধ
আকাশী আকাশ ছোঁয়া সাধ।
ক্ষতিগ্রস্থ স্বপ্নের ফাইল,
সময় রাখেনি সম্ভ্রম-
প্রেম কোন শব্দ নয়
শব্দের বিভীষিকা আজ।

#১০
সালংকারা ভোর, পরাণের
খেয়া পারাপার। নিদাঘে পাথর চোখ
জ্বলে যায় শান্ত প্লাবণে।
বর্ণাঢ্য পিছুটান, খোয়াবের
পিছল কূহক। প্রাপ্তিতে শূন্য যোগ,
বেঁচে থাকা তবু লাস্যময়ী।

প্রজাপতি, ক্ষমা করো

সোহাগী মধ্যরাত, চুম্বন? অতৃপ্ত
লজ্জা সর্বাণ বৈভব। অপটু বংশী,
শ্যাম নিঃস্ব মন নিখাদ; প্লাবনে
দহনে, শৈত্যশিরা। ঋতুমতী কিশোরীর
চপলতা, প্রেমহীন অবেলায়
ভালোবাসা করতলে গলে গলে
নিঃশ্বেষ! প্রজাপতি ক্ষমা করো,
ঈর্ষা জানি হয়েছিলো একদিন
স্বাধীনতায় তোমার;
প্রণয়ী প্রণয়ে।

অপেক্ষায় বুটিক আসমান

কেউ ফিরবে? নবনী
সায়াহ্নে টিয়েদের ঝাঁক,
ফেনিল নিঃশ্বাসে কাঁপে
আষাঢ়ের মুমূর্ষূ বাতাস।
নশ্বর অভিলাষে অতলান্ত রাত,
চিত্রকল্প ভাঙি
ইচ্ছের সাতরঙ;
জীবনের দায়বদ্ধ জ্যামিতিক বিন্যাস।
কেউ ফিরবে বলে
অপেক্ষায় বুনি বুটিক আসমান।

চিন্তার বুদবুদ ২

দেখেছি তুষার চোখ
শেকলের গভীরে শেকল,
অসহায় নুড়ি কবে ঢিল হবে?
বাঁকাজলে সময়ের ঢেউ!

গোপন বিদ্রোহ জানি
রক্তের লাল দাবানল,
চূড়ান্ত নিয়মে বাঁধা মন হয়
কিশোরের লালঘুড়ি তবু।

ডুবসাঁতার
(মমতাকে লেখা আনন্দের সর্বশেষ পাঁচালী)

মনে পড়ে মমতা, সেই যে
শ্মশাণের শুক্লা দ্বাদশী?
পৃথুলার চিতার পাশে রাতভর!
ঘষা কাঁচের মত চাঁদ
নদীর বাতাসে পৃথুলার দেহভস্ম,
মৃত্যুর সুবাসে
অস্থির এক রাত, মনে পড়ে?

অকস্মাৎ এক নিশাচর পাখির
ডাক শুনে
জড়িয়ে ধরলি আমাকে...।

পাঁচালি ৬

#১১
ওষ্ঠে ভাদ্রের মেঘ
আকাংখায় ময়ূখ নশ্বণ,
মৌণ লজ্জা মেশামেশি
পিঙ্গল চোখ। অলৌকিক আবদার
মোহগ্রস্থ পণ, শরীরে খরার
চৈত্র তের পার্বণে; বোধের
জল্লাদ প্রেম-
সপ্তম আসমান।

#১২
পাঁজরে পান্নার দ্বীপ
মন্ত্রমুগ্ধ নিসর্গে একাকী,
প্রত্যাশী ঘুমের স্বপ্নে
আমি রাধা, শতাব্দী পুরাণ।

সব নিয়ে গ্যাছে এক সময়ের লুটেরা বাতাস

নির্ঘুম রাতগুলো দখিনের জানালায়
আলুথালু, মন কাঁপে ভাদ্রের
আদ্র হাওয়ায় যেন
ময়ূখ স্বপ্নের ঘোর।

হারিয়ে ফেলেছি কবে
রুপোর সে চুলের কাঁটা,
হারিয়ে ফেলেছি আমি
মাঘের রাত্তিরে পড়া 'তিথিডোর'
বইটা নীরবে।

কতযুগ পার হলো
উজানে চলছি! এই পোড়া মন
চোখ, সাহসী আয়না বলে,
'রুপালী চুলের ভাঁজে
এ জীবনই তোর! ' যাযাবর
মন আমার
প্রবাল দ্বীপের নাকছাবি,
তবু বিষন্ন রাত হেসে এরকম বলে যায়
কেন বারবার?
'সব নিয়ে গ্যাছে এক
সময়ের লুটেরা বাতাস! '

পাঁচালি ৭

#১৩
পথভোলা হাটুরে বাতাস।
স্বপ্ন কুড়াই আমি
ধানরঙা জ্যোসনার দ্বীপে,
ইলশে রঙের নদী
কাশবন- ফিরে পাওয়া
উদাসী পথের মাইলস্টোন।

#১৪
অন্ধ ইচ্ছেগুলো তোমাকে স্বপ্নে রেখে
এ জীবন ঘূর্ণিতে
আমাকে কাঁপায় শুধু অস্থিরতা।

চিন্তার বুদবুদ ৩

বাউল জ্যোসনার পদ্যে কাব্যভূক
আত্মার মন্থন, ঝিনুক সূর্যজাগা অভিলাষ,
তোমার নির্জন স্বাক্ষর। বোধের লজ্জাগুলো
ষোড়শী মুগ্ধতার ঋণ, গোল্লাছুটের বৌ;
ইচ্ছেরা পৌষের রোদ।
‘নিরক্ষমন্ডলে হয়ো ধারাপাত
অলৌকিক মেঘের বালিকা,
প্রশ্বাসে অমরত্ব
সৃষ্টি ও নষ্টের প্রিয়া।’

বাতাসে দুরাভিসন্ধি, গ্রন্থিতে বিপন্ন
বিলাপ, পৃথিবীর চেনাপথ, নিটোল
সুবহেসাদিক; অনিকেত রক্তাভায়
দিগন্তে মন্দ্রসপ্তক।

সময়ের একরোখা সৌরভ

মিঠেকড়া সময়ের নাকছাবি
বেলফুল দুধসাদা
মনের হরিণ,
রূপারোদ বাগানের তৃণ- ফুল
শব্দভূক আকাশ
অচনা দূরের।

অসময়ে একরোখা হিসেবের
খড়খড়ি তুলে দ্যাখা
বিভোর সৌরভ মন
খোঁড়ে, সারাবেলা তারপর
চোখ মেলে খুঁজি প্রিয়
আঙুলের ছাপ।

পাঁচালি ৮

#১৫
অষ্টপ্রহর মানুষ মানুষ খেলা
বুভুক্ষ দাবী, ক্ষমাহীন উল্লাস।
হাজারদুয়ারী, পংশুটে জটিলতা
দশচক্করে মানুষ মানুষ খেলা।

#১৬
পানকৌড়ি,
নেভেনি আগুন রক্তস্নানে।
ঈশ্বরের মনস্তত্বে
মানবীর প্রজ্ঞা অন্বেষন?
আদিম ভূখন্ড জুড়ে
মানচিত্র ভাঙ্গার পাঁচালী!
বিনয়ের অবতার নায়ক
আর খলনায়কেরা, বর্নাঢ্য
আলোর নীচে
খাঁক হচ্ছে আমার নগরী।